এমএসএস খবর

এপ্রিল, ২০২৪ সংখ্যা

MSS
Working for the People

হিট স্ট্রোক প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

হিট স্ট্রোক প্রতিরোধ ও তীব্র গরমে নিজের ও পরিবারের যত্নে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে শিশুদের অবগত করতে মানবিক সাহায্য সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের মাঝে স্কুল ভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয় ও শিশুকানন প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এসময় হিট স্ট্রোক কি এবং হিট স্ট্রোক প্রতিরোধে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

এ বিষয়ে এমএসএস সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রামের সহকারী অফিসার জনাব সম্রাট কস্তা বলেন, "গ্রীষ্মের তীব্র গরমে ঘামের কারনে শরীর থেকে যে লবণ-পানি বের হয়ে যায় তা হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। পাশাপাশি বাইরে থেকে ঘরে ফিরেই প্রচুর পরিমানে ঠান্ডা পানি পান করাও খুবই ক্ষতিকর। তাই আমরা শিক্ষার্থীদের হিট স্ট্রোক এড়াতে তীব্র গরমে রোদে কম বের হওয়া, অতীব প্রয়োজনে বের হতে হলেও সাথে পানির বোতল ও ছাতা রাখা, শরীরে পানির ঘাটতি মেটাতে প্রচুর পরিমানে পানি, শরবত ও স্যালাইন পান করার পরামর্শ প্রদান করছি।"

সচেতনতামূলক কর্মসূচির পাশাপাশি প্রচারণার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

সিবিআরসিতে অগ্নি নিবার্পণ মহড়া

ভবনে অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে সৈয়দপুরে অবস্থিত মানবিক সাহায্য সংস্থার কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স সেন্টার (সিবিআরসি) তে গত ২১ এপ্রিল অগ্নি নির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব মোঃ হাসিবুল হাসানের তত্ত্বাবধানে বেলা সাড়ে ১১ টায় সিবিআরসি প্রাঙ্গনে এ মহড়া আয়োজন করা হয়। এতে সিবিআরসির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ এমএসএস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।

এসময় অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার ও পরিচিতি, আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, উৎসুক জনতা অপসারন ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার পদ্ধতিসহ বিভিন্ন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তীব্র তাপদাহের কারণে সাম্প্রতিক সময়ে অগ্নিকান্ডের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের মহড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী-শিক্ষকসহ প্রত্যেকের অগ্নি নির্বাপণে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন জনাব হাসিবুল হাসান।

সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রামের অঞ্চলভিত্তিক কর্মী সভা

সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে কাজ করা মানবিক সাহায্য সংস্থার সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৮ই এপ্রিল ঠাকুরগাঁওয়ে আঞ্চলিক কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মানবিক সাহায্য সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা জনাব ফিরোজ এম হাসানের উপস্থিতিতে ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা ও করণীয়, নতুন অর্থবছরের পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

এসময় জনাব ফিরোজ এম হাসান সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কর্মীদের দিক-নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য এই প্রোগ্রামের আরো ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিতে কাজ করার জন্য কর্মীদের আহ্বান জানান। এসময় সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রামের কর্মকর্তাসহ প্রায় ২০ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সৈয়দপুর, রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করছে মানবিক সাহায্য সংস্থার সোশ্যাল সার্ভিসেস প্রোগ্রাম।

মাদুর তৈরিতে আদরী বেগমের ভাগ্য বদল

জীবন যুদ্ধের শুরুটা দিনমজুর হিসেবে হলেও বর্তমানে নিজ এলাকার একজন সফল উদ্যোক্তা নওগাঁ জেলার রানীনগরের বাসিন্দা মোছাঃ আদরী বেগম।

বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সংসারে অভাব অনটনে দিন কাটত আদরী বেগমের। সন্তান জন্মের পর অবস্থা আরও বেগতিক হয়। পারিবারিক অভাব অনটন দূর করতে রাণীনগর উপজেলার স্থানীয় কাপড় তৈরির কারিগরদের পরামর্শ নেন তিনি।

এরপর প্রতিবেশীর সহায়তায় সহজ শর্তে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) থেকে ঋণ নেন। ঋণের অর্ধেক ব্যয় করে মাদুর তৈরির মেশিন কেনেন আর বাকি অর্ধেক দিয়ে শুরু করেন কাঁচামালের ব্যবসা। প্রথম বছরই মাদুরের ব্যবসায় লাভের মুখ দেখেন। পরবর্তীতে সেই লাভের টাকায় এমএসএস এর কর্মীদের পরামর্শে গরুর খামার দেন। বর্তমানে আদরী বেগমের মাসিক আয় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। লাভের টাকায় ইতোমধ্যে নিজস্ব জমিতে টিনের ঘর তুলেছেন।

এমএসএস ৫নং জোনের ২২নং এরিয়ার ৮৭নং শাখার সদস্য আদরী বেগম জানান, পূর্বের তুলনায় তার আয় তিনগুণ বেড়েছে। কাপড় বাজারজাতকরণসহ সব কাজে তার স্বামী তাকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করছেন। ভবিষ্যতে আরও মেশিন কিনে লোক দিয়ে মাদুর তৈরীর মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণের ইচ্ছা পোষন করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, "এমএসএস সব সময় যেভাবে আমাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে সেটা এক কথায় অতুলনীয়। আমার বিশ্বাস, সাহস নিয়ে যে কোন কাজে এগিয়ে গেলে সেখানে সফলতা আসবেই।"

উল্লেখ্য, মানবিক সাহায্য সংস্থার মহিলা ঋণদান কর্মসূচির অধীনে বর্তমানে ১৬০,৪০৪ জন সক্রিয় সদস্য রয়েছে, যার মাঝে ঋণী সদস্যের সংখ্যা ১২৭,১০০ জন।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org